যায়যায়দিন

তারিখ 17 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

খুলনা মেডিক্যাল কলেজ রাজস্ব খাতে উন্নীত হয়নি আড়াই যুগেও

খুলনা অফিস

আড়াই যুগ পার হলেও খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালটি সরকারের রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কবে নাগাদ হাসপাতালটি রাজস্ব খাতে উন্নীত হবে সে বিষয়টিও অনিশ্চিত। রাজস্ব খাতে না যাওয়ায় হাসপাতালটিতে বিরাজ করছে নানা সমস্যা। হতাশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছেন না রোগীরা।

হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের সুচিকিৎসার জন্য ১৯৭৮ সালে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৮১ সালে অধিগ্রহণ করা হয় ৪৫ একর জমি। কিন্তু ১৯৮৮ সালে ৫০০ শয্যার পরিবর্তে ২৫০ শয্যা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। খুলনা হাসপাতাল হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়, ১৯৯২ সালে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপিত হলে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। তখন থেকে হাসপাতালটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। বর্তমানে এটি খুলনা বিভাগের একমাত্র উন্নত হাসপাতাল হিসেবে পরিচিত।

সূত্র জানিয়েছে, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে নতুন করে ৫টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হয়। এর মধ্যে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বাদে বাকি ৪টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সরকারি রাজস্ব খাতে উন্নীত করে মন্ত্রণালয়। কিন্তু খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালটির দিকে মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি পড়েনি। ১৯৯২ সালের ১ জুলাই হাসপাতালটি অস্থায়ী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হলেও ১৭ বছরে মন্ত্রণালয় থেকে স্থায়ী আদেশ জারি হয়নি।

সূত্রটি জানিয়েছে, গত দুই মাস হাসপাতালের কিছু অসাধু কর্মচারী রাজস্ব খাতে উন্নীত করার আশ্বাস দিয়ে কর্মচারীদের কাছ থেকে মাথাপিছু ১ হাজার ৭০০ টাকা করে আদায় করছে। জানতে চাইলে তারা জানায়, এবার আমরা একটি কমিটি গঠন করে টাকা আদায় করছি। কমিটির প্রধান দায়িত্বে রয়েছেন হিসাবরক্ষক আলমগীর হোসেন, ওয়ার্ড বয় রফিকুল ইসলাম সাত্তার, নার্গিস পারভীন ও সিকিউরিটি গার্ড আবদুল করিম।

জানা গেছে, ১৯৯১ সালের পর থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে আরো দুই দফায় চাঁদা আদায় করা হয়েছে। কিন্তু টাকা সংগ্রহ করা হলেও হাসপাতালটি রাজস্ব খাতে উন্নীত হয়নি। ইতিমধ্যে হাসপাতালের কর্মচারী পাচুলাল, মন্টু দাস, বোরহান ও জয়ন্তী সরকার মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের কেউ রাজস্ব ভাতা পাননি। ফলে তাদের পরিবারবর্গ মানবেতর দিনযাপন করছেন। এছাড়া হাসপাতালটি স্টেশনারি মালামাল থেকে বঞ্চিত। রাজস্ব খাতে না যাওয়ায় ঠিকাদারদের টেন্ডারের মাধ্যমে এসব মালামাল গ্রহণ করা হয়।

খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, হাসপাতালটির বঞ্চনার চিত্রটি খুবই পরিষ্কার। ৫টি হাসপাতালের ৪টি রাজস্ব খাতে উন্নীত হলেও খুলনা বঞ্চিত রয়েছে।